পরীক্ষার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

চলমান পরীক্ষাগুলো স্থগিতের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ও মার্চেই পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
গতকাল শনিবার বেলা ১২টায় ব্যানার, প্লাকার্ড নিয়ে কলেজের প্রধান ফটকের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা পরীক্ষার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থী অমিত হাসান বলেন, মার্চ মাসের মধ্যেই তাদের পরীক্ষা নিতে হবে। করোনার কারণে এখন আর কোনও কিছুই থেমে নেই। ২০১৮ সালের পরীক্ষা আমরা ২০২১ সালে দিচ্ছিলাম। সেটাও মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে। বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে, আমাদের পরীক্ষা কেন থামানো হলো। আমাদের পরীক্ষা স্থগিত করে শিক্ষাজীবন ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।
শারমিন আক্তার বলেন, দাবি মানা না হলে আমরা ঘরে ফিরে যাবো না। কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সামনে এই আন্দোলনে মাস্টার্স শেষ বর্ষের ২০ থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

দামুড়হুদায় বসন্তের আগমনে গাছে গাছে শোভা পাচ্ছে আমের মুকুল

দামুড়হুদায় বসন্তের সাথে সাথে আম গাছগুলোতে দেখা মিলছে প্রচুর আমের মুকুল। মুকুলের গন্ধে মুখরিত দামুড়হুদা উপজেলার গ্রাম-গঞ্জ। মুকুল থেকে চলছে মৌমাছির মধু সংগ্রহের উৎসব।
উপজেলা সদরসহ সকল গ্রামের আম গাছগুলতে মুকুলে ভরপুর। বাতাসে মুকুলের সুবাস বইছে। মুকুলগুলো যেনো নষ্ট না হয় সে জন্য ইতোমধ্যে বাগান মালিকরা বাগান পরিচর্যার ব্যস্ত সময় পার করছেন।

শোনা যাচ্ছে কোকিলের মিষ্টি ডাক আর মৌমাছির গুঞ্জন। মুকুলের মিষ্টি ঘ্রাণ যেন জাদুর মতো কাছে টানছে তাদের। গাছের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় চলছে ভ্রমরের সুরব্যঞ্জনা।
উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে দেখা গেছে, বাগানসহ কিছু কিছু বাড়ির উঠানে আম গাছে শোভা পাচ্ছে মুকুল। বাতাসে মুকুলের সুবাসিত পাগল করা ঘ্রাণ। গাছের আমপাতার সবুজ বিছানায় মুকুলের সোনালি রেণু যেন ফুলশয্যা সাজিয়েছে ফাগুনের। সেই সঙ্গে বিদায় নিচ্ছে শীতকাল। তবে আবহাওয়ার ওপর আমের ফলন নির্ভর করে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর আমের ফলন ভালো হবে বলে মনে করছেন আম চাষিরা।
বাগান মালিকরা জানান, আগাম মুকুল দেখার পর তারা অনেক খুশি। এই মুকুল টিকে থাকলে এবার আমের বাম্পার ফলন পাওয়া যাবে। তবে ঘন কুয়াশা থাকলে মুকুল পচে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। দামুড়হুদা সদরের আম চাষী আকতার মন্ডল বলেন, গতবছর ৭ বিঘা জমিতে আম বাগান ছিলো যা আম্পান ঝড়ের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হয়, তাতে করে আমি গত বছর মোটা অংকে ক্ষতিতে ছিলাম।
৪ দাগে ১৪ বিঘা জমিতে এবার আম্রপালিও হিমসাগর গাছ লাগিয়েছি। বর্তমানে আম গাছে যাতে কনো পোকার আক্রমণ বা মুকুল নষ্ট না হয় সেজন্য ঔষধ দিয়ে পরিচর্যা করছি। মুকুলের পরিমাণ মোটামুটি ভালো আছে। আবহাওয়া শেষ পর্যন্ত ভালো থাকলে এ বছরে গত বছরের ক্ষতি তুলে লাভবান হতে পারবো।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, আমরা সব সময় আম চাষীদের সকল ধরনের পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করছি। প্রয়োজনে আমরা সব সময় তাদের পাশে আছি। এ বছরে উপজেলাতে ৭৯৫ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়েছে।

কুমারখালীতে গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের দুই দিন পর কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে রেশমা নামে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
গতকাল শনিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার হোগলাপাড়া গ্রামের নিজ বাড়ির পাশের আবর্জনার স্তুপ থেকে এই গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

এলাকাবাসী জানান, এক বছর আগে কুমারখালীর হোগলাপাড়া গ্রামের ওহাবের ছেলে সুমনের সঙ্গে তেবাড়িয়া গ্রামের রেফাজের মেয়ে রেশমার বিয়ে হয়। সুমন মাদকাসক্ত থাকায় বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক কলহ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রেশমা নিখোঁজ ছিল। গতকাল শনিবার ভোরে বাড়ির পাশে দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে খড়ের আবর্জনা সরালে নিহত রেশমার লাশ দেখতে পাওয়া যায়। থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে।
রেশমার পরিবারের সদস্যদের দাবি, মাদকাসক্ত স্বামী তাকে নির্যাতন করে হত্যার পর মৃতদেহ আবর্জনায় মধ্যে চাপা দিয়ে রাখে। কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ মজিবুর রহমান জানান, নিহতের স্বামী পলাতক রয়েছে। তাকে ধরতে জোর চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসলে মৃত্যুর ঠিক কারণ জানা যাবে।

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিপক্ষের হামলায় এক ট্রাক চালক গুলিবিদ্ধ,যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা শহরের বাসটার্মিনাল এলাকায় সাচ্চু শেখ (৪০) নামের এক ট্রাকচালক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। পূর্ব বিরোধের জের ধরে দু’যুবক তার ওপর গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ সাচ্চু শেখ শহরের মাঝের পাড়ার আরিফিন শেখের ছেলে। শনিবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি-তদন্ত লুৎফুল কবীর জানান, কয়েকদিন থেকে আহত সাচ্চু শেখের সাথে শহরের বাস টার্মিনাল এলাকায় কয়েক যুবকের বিরোধ চলে আসছিলো। এর জেরে শনিবার সাচ্চুকে লক্ষ্য করে এক রাউন্ড গুলি ছুড়ে পালিয়ে যায় দু’যুবক।

ওসি-তদন্ত আরো জানান, ইতিমধ্যেই ঘটনার সাথে জড়িতের আটকের জন্য অভিযান শুরু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. ওয়ালিউর রহমান জানান, সাচ্চু শেখের পেটের বামপাশে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তার

অবস্থা মোটামুটি। আমরা তাবে পর্যবেক্ষণে রেখেছি। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে স্থানান্তর করা হতে পারে।

মুমিনের জীবনে যে বার্তা নিয়ে আসে শবেমেরাজ

মানুষ যখন কোনো কষ্টে পড়ে তখন হতাশ হয়ে যায়। অথচ কোরআনে কারীমের ভাষা অনুযায়ী কষ্ট হলো আসন্ন সুখের ভূমিকা।

কষ্ট এলেই হতাশ হওয়া যাবে না। কারণ কষ্ট এসেছে মানে সামনে আপনার জন্য আনন্দ অপেক্ষা করছে।

একজন মা যখন সন্তান জন্ম দেয় তখন তার যে পরিমাণ কষ্ট হয় তার থেকে বেশি সে শান্তি ও সুখ অনুভব করে, যখন সন্তানটি জন্ম নেয়।

মা তার সব কষ্ট ভুলে যায় যখন সে তার সন্তানের চেহারা দেখতে পায়। আমরা যখন কষ্টে থাকি তখন মনে মনে বলি, হে আল্লাহ, শুধু আমাকেই দেখলেন? সব অভাব অনটন শুধু আমাকেই দিলেন? কী পেরেশানি দিলেন যে তা যাচ্ছেই না।

মানুষ জানে না যে এই কষ্ট আসা মানে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য কত সুখ রেখে দিয়েছেন। মেরাজ আমাদেরকে এই শিক্ষাই দেয় যে কষ্টের পরে সুখ আছে।

মনে করুন আপনার গায়ে একটা সুই বিঁধলো। তাহলে ধরে নিবেন আপনি এই সুই বিঁধার কারণে যেই কষ্ট পেয়েছেন, সুই উঠিয়ে ফেললে তার থেকে দ্বিগুণ আনন্দ পাবেন।

মানুষের কষ্টের মাত্রা যতটুকু, তার বিপরীতে আনন্দের মাত্রা হয় দ্বিগুণ। আর এই কথাটাই মেরাজ আমাদেরকে শেখায়।

রাসুলে পাকের (সা.) সবচেয়ে কষ্টকর দিন ছিলো তায়েফের ময়দানে। একদিন আয়েশার (রা.) কামরায় হুজুর পাক (সা.) শুয়ে ছিলেন।

তিনি যখন পাশ ফিরলেন তখন আয়েশা (রা.) হুজুরের পিঠের হাড্ডিগুলোর কড়মড় শব্দ শুনতে পেলেন।

আয়েশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসুল, আপনার হাড্ডিতে শব্দ হচ্ছে কেন? তখন হুজুর বললেন, তায়েফের লোকেরা আমার একটি হাড্ডিকেও আস্ত রাখেনি।

হুজুর পাক (সা.) সারা জীবনে এত শারীরিক কষ্ট কোথাও পাননি। এমন কি উহুদের যুদ্ধেও না। এত শারীরিক কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন তায়েফের ময়দানে। মানসিক কষ্টও পেয়েছেন তায়েফের ময়দানে। মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি তায়েফে গিয়েছিলেন।

এদিকে হুজুরের বিবি খাদিজা (রা.) ও চাচা আবু তালিব মারা গেলেন। হুজুরের সাহসের ভিত্তি ছিলেন খাদিজা।

আবু তালিব তো হুজুরের এমন এমন সাহায্যে করেছেন, যা কোনো মুসলমানও করতে পারেনি। যদিও তিনি মুসলমান হননি। কিন্তু সর্বাবস্থায় হুজুরের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

মক্কায় আবু তালিবের একটা সম্মান ও প্রভাব ছিলো। যার কারণে অন্যরা হুজুরকে বেশি কিছু বলতে পারতো না। আবু তালিবের মৃত্যুতে তারও পরিসমাপ্তি ঘটলো।

হুজুর (সা.) পিতা হারিয়েছিলেন জন্মের আগে। তবুও তত কষ্ট অনুভব করেননি। যতটা মা ও চাচা হারানোর কারণে অনুভব করেছিলেন। যার কারণে ওই বছরকে আমুল হুজুন বা দুঃখের বছর বলে অভিহিত করা হয়।

এত কষ্ট সহ্য করার কারণেই আল্লাহ তায়ালা পুরস্কার হিসাবে তার জন্য মেরাজের ব্যবস্থা করে দেন। নিজের দিদারে হুজুরকে ধন্য করেন। ওই মিরাজেই হুজুরকে (সা.) তোহফা হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ দেয়া হয়েছিল।

আল্লাহ যেমন বড় তার উপহারও তেমন বড়। সুতরাং যত কষ্টই আসুক, মনে করবেন সামনে আল্লাহর মেহেরবানি আসছে।

আজ বড় আফসোস লাগে এ কথা ভেবে, আগে মুসলমানরা আত্মহত্যা করতো না। আর এখন মুসলমানদের ছোট ছোট শিশুরাও আত্মহত্যা করে।

এই দোষ আমাদের। আমরা তাদেরকে বাঁচতে শেখায়নি। আমরা তাদের জীবনকে আমলি জীবন বানাতে শিখায়নি। যার ফলে সমাজে আত্মহত্যা বাড়ছে।

আমাদেরকে মিরাজের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। যত দুঃখ কষ্টই আসুক, কখনো হতাশ ও বিচলিত হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, দুঃখের পরেই সুখ আছে।

চুয়াডাঙ্গায় এক নারীর রহস্যজন মৃত্যু, স্বামী পলাতক,শাশুড়ি আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুর গ্রামে নূরহাজার খাতুন
(৪২) নামে এক নারীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। তার চোখ ও মাথায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অব¯’◌ায় শনিবার ভোর রাতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর থেকে নিহতের স্বামী জাহান আলী পলাতক রয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হলে শনিবার দুপুরে লোকনাথপুর গ্রাম থেকে নিহতের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শনিবার নিহতের শাশুড়ি নূরজাহান বেগমকে আটক করেছে পুলিশ।

প্রতিবেশীরা জানান, নিহত গৃহবধু দুই সন্তানের জননী। ঘটনার একদিন আগে স্বামীর মারধোরের ফলে নূরহাজান খাতুন অসু¯’ হয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

নিহতের ভাই সুন্নত আলী অভিযোগ করেন, প্রায়ই তার বোনকে নির্যাতন করতো স্বামী-শাশুড়ি। ইতিপূর্বে একবার তাদের বিয়ে বি”◌েছদ হয়। দুটি শিশু সন্তানের কথা ভেবে আবারো তাদের বোনকে স্বামীর সংসারে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, শনিবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনা¯’লে যায়। ঘটনা¯’ল পরিদর্শন শেষ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তেরর জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতের ভাই সুন্নত আলী বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পালিত

দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার ৯ম বছরে পর্দাপন উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধায় মেইন বাজার উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়ন অফিসে আনুষ্ঠানিক ভাবে কেক কাটার মধ্য দিয়ে এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি মঈন উদ্দীন খাঁনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর সভার নব-নিযুক্ত মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর কাউন্সিলর সোহেল আল-মামুন, কাউন্সিলর রকিব উদ্দীন, কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রেস ক্লাব সভাপতি শেখ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক কাজী মৃদুল, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, উপজেলা রিপোর্টাস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত কুমার, প্রভাষক আলতাফ হোসেন সহ স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

যে কারণে পাকিস্তানি তরুণী আমেনার ছবি ভাইরাল

আমেনা ইমরানের এ ছবিগুলো তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে নেওয়া তারকাদের মতো দেখতে অনেকের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। এবার বলিউড তারকা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের মতো দেখতে পাকিস্তানি এক তরুণীর ছবি নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ওই তরুণীর নাম আমেনা ইমরান। পেশায় তিনি একজন বিউটি ব্লগার।

শনিবার ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে সম্প্রতি আমেনার একাধিক ছবি ভাইরাল হয়েছে।

আমেনা প্রায়ই তার ইনস্টাগ্রামে বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করেন। আর সেখানেই তাকে দেখে চমকে উঠেন নেটিজেনরা।

এছাড়া আমেনার ইনস্টাগ্রামে হ্যান্ডেলে চোখ রাখলে ঐশ্বরিয়ার একাধিক সিনেমার গানে বানানো ভিডিও চোখে পড়বে। অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল, মহব্বতে, দেবদাসসহ ঐশ্বরিয়ার বিভিন্ন জনপ্রিয় ছবির গান রয়েছে আমেনার ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে।

গাংনীর চেংগাড়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীন খেলাধুলা অনুষ্ঠিত

সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ঐহিত্যবাহী গ্রামীণ খেলাধুলা। গ্রামীণ খেলাধুলা নির্মল আনন্দের জীবন্ত উৎস, বিনোদনের খোরাক। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী খেলাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই আজ বিলুপ্তির পথে। তারপরও গ্রামীণ জনপদে এখনও কিছু খেলাধুলা চোখে পড়লেও উৎসাহ-উদ্দীপনা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাও প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীন খেলাধুলা ধরে রাখতে শুক্রবার মেহেরপুরের গাংনীর চেংগাড়া গ্রামে দিনব্যাপি এ খেলার আয়োজন করে যুব সমাজ। একসময় গ্রামীণ সমাজের শিশুরা পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধুলার মাধ্যমে অবসর সময় কাটাত। বিকাল হলেই খোলা মাঠে দল বেঁধে খেলতে যেত। শিশু মানেই দৌড়ঝাঁপ, কোলাহল আর দুরন্তপনা। দুরন্তপনা ছাড়া যেন শৈশব কল্পনাই করা যায় না। অথচ প্রযুক্তির এ যুগে শিশুদের মধ্যে, বিশেষ করে শহরের শিশুদের মধ্যে দুরন্তপনা যেন আর নেই বললেই চলে। ঘরে বসে কম্পিউটার, মোবাইলে গেমস খেলতেই তারা বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।গ্রামীণ খেলাধুলা আমাদের প্রাচীন ক্রীড়া সংস্কৃতি। একসময় গ্রামীণ খেলাধুলা আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করত। বর্তমানে গ্রামীণ খেলা বিলুপ্ত হতে হতে আজ তার অস্থিত্ব খুঁজে পাওয়াই কঠিন। দেশের বিভিন্ন এলাকার গ্রামাঞ্চলে একসময় প্রায় শতাধিক গ্রামীণ খেলাধুলার প্রচলন ছিল। তার মধ্যে